বিকেল আক্ষরিক

স্মৃতিও স্লেটের মতো। বেশি মোছামুছি হলে ঘোলাটে দেখায়।
স্মৃতিও নারীর মতো। শরীরকুহক যাকে পরায় গহনা। বিকেলের কছে বসে
এইসব অবান্তর। বিকেলের কাছে বসে আমি তো আমিই নই আর।
তার সাথে অন্য কোনও ম্যাজিক চলে না। অনন্ত স্লেটে আজ
কিছুই লিখি না বলে, ভয় নেই রঙ হারাবারও। সিঁদুরের আভা যদি
অহেতুক ডেকে আনে মেঘ, সে মনখারাপে কে বা সমব্যথা চায়

বিকেলের পরে

সন্ত্রাস ছাপিয়ে গেলে, শান্ত নদীচর। তাকালেই দেখি কবুতর, ক্রমশ উড়ান
দূরে যায়। ঝরা পালকের ভাষা বুঝি, লিপিতে গাঁথি না। বিকেলের কাছে
সব বহু আগে সংকলিত আছে। অথচ তো তার চোখে গর্জন নেই,
হাতে নেই সীমানাক্ষমতা। আমারই প্রতিমায় আমি ধীরে ধীরে চক্ষুদান শিখি

বিকেল পূর্বরাগ

বিকেলের উৎসবে ধীর হয়ে আছি। আমাকে বধির জেনে
লাউডস্পিকারে চড়া সুর। বিকেল ইশারা দেবে বলে, এই মাঠে
আমিও খিলাড়ি। যেন বা পূর্বরাগে যুবক - যুবতী। ভিড় তো চপল শিশু,
আর আমি আজব চিড়িয়া। আমাকে বৃত্ত করে জ্বলে ওঠে বিকারের আলো।
টিকা - টিপ্পনি শেষে ভিড় সরে যায়। অন্য গোকুলে বাড়ে খেলা। যে যাই
বলুক আজ, কখনও তৃতীয়জনে বোঝেইনি প্রণয়ের কথা

অনিমিখ পাত্র

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com